https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ক্যানভাসে দেশভাগের যন্ত্রণা: বাংলা ও পাঞ্জাবের সমকালীন চিত্রশিল্পীদের দৃষ্টিতে

অরিজিৎ মান্না[1]

ফরাসি সাহিত্যতাত্ত্বিক হিপ্পলাইট টেইন (Hippolyte Taine) এর জাতিসত্ত্বা দেশ ও কাল (Race, Milieu, Moment) সমালোচনা পদ্ধতি অনুসারে যে কোন সাহিত্য বা শিল্পের সন্দর্ভকে বিচার করার জন্য অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তার প্রেক্ষাপট। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। লিপি আবিষ্কারের বহু পূর্বে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে আসছে চিত্র মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা। এমনকি লিপির মতো অন্যান্য বহু ভাবপ্রকাশের মাধ্যম থাকলেও চিত্রের ব্যবহার ও তার প্রকাশভঙ্গির বিকল্প সম্ভব হয়নি। চিত্র এমন এক মাধ্যম যেখানে মিশে থাকে কল্পনা, বাস্তব ও শিল্পীর নিজস্ব প্রকাশ শৈলী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমকালের প্রেক্ষাপট, ঘটনার অভিঘাত। সাহিত্যের মতো চিত্রের ও রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও ইঙ্গিত যার বোধাস্বয়নে নতুন তাৎপর্য গড়ে ওঠে।

AIJITR - Volume - 2, Issue - I, Jan-Feb 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

আমাদের আলোচ্য বিষয় "ক্যানভাসে দেশভাগের যন্ত্রণা: বাংলা ও পাঞ্জাবের সমকালীন চিত্রশিল্পীদের দৃষ্টিতে" দেশভাগ নিয়ে অজস্র সাহিত্য রচিত হয়েছে। সিনেমা, নাটক, সংগীত রচিত হয়েছে কিন্তু দেশভাগের উপর চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়ে ওঠেনি, এর প্রধান কারণ সরাসরি দেশভাগ নিয়ে খ্যাতনামা শিল্পীদের অল্পই কাজ রয়েছে। দেশভাগ বিষয়টির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলের শিল্পীদের ওপর। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শিল্পীর শিল্পকর্ম যে অনেক রয়েছে তেমন টাও নয়। দেশভাগের ঘটনা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় এর প্রেক্ষিত যেমন বহু পূর্বে ভারত ছাড়ো, তেভাগা আন্দোলন ও মন্বন্তরের মধ্যে নিহিত ছিল, ঠিক তেমনি এর প্রভাব ও অভিঘাত ছিল দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে। তাই সেই সময়ের শিল্পীদের কাজের মধ্যে এর প্রত্যক্ষ মানসিক প্রভাব খুঁজতে হলে লেখকের জীবন ও তার সামগ্রিক যাপনের প্রতি এবং অবশ্যই তার সৃষ্টির প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগী হতে হবে।

বাংলার চিত্রচর্চায় ইউরোপীয় আধুনিকতার বিরোধী মনোভাব বহু পূর্ব থেকেই বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ছবির বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশভঙ্গি সব ক্ষেত্রেই দেশীয় ভাবধারাকে অবলম্বন করা হচ্ছিল। একদল শিল্পী যেমন বাংলার 'এলিট' সম্প্রদায়ের জন্য ছবি এঁকে চলেছিলেন (যেমন যামিনী রায়, অতুল বসু) ঠিক তার বিপরীতে ছিলেন আর একদল শিল্পী যারা সমসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষাপটকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তারা ছিলেন যথার্থ জীবন শিল্পী, রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় সদস্য; যাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতি একটি দায়বদ্ধতা ছিল। এই শিল্পীদের শিল্পকর্মে এসে পড়েছে সরাসরি ১৯৪৬-৪৭ এর দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সমস্যা, কৃষক আন্দোলন এবং দেশভাগের প্রসঙ্গ।

[1] গবেষক; প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, arijitmannna7896@gmail.com

AIJITR, Volume-2, Issue-I, January - February 2025, PP. 72-79
Revised and accepted on 21th February 2025

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে **চিত্ত প্রসাদ ভট্টাচার্যের** (১৯১৫-১৯৭৮) কথা তাঁর শৈশবের দিনগুলি কেটেছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে; পিতার কর্ম ক্ষেত্রে। চিত্র প্রসাদের শিল্প মূলত লিনোকাট ও কালী তুলির প্রয়োগে সাদার উপর কালো অথবা কালোর উপর সাদায়। তিনি এক অসম্ভব মায়াজাল তৈরি করতে পারতেন সমকালীন বাংলা ও তার প্রকৃতি দেশভাগের পূর্বের গ্রাম বাংলার চিত্র তার ছবিতে পাওয়া যায়। আগস্ট আন্দোলন ও ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের যে চিত্র তিনি এঁকেছিলেন তা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। যে সময় যামিনী রায় কনটেক্সট বিহীনভাবে বাংলার পটচিত্রের দৃশ্য ভাষা কে নতুনভাবে সাজাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় চিত্তপ্রসাদ সেই গ্রাম বাংলার দীঘল চোখের নর নারীকে সেই পেলবতার সঙ্গে- যুদ্ধক্ষেত্রে, উদ্বাস্তু কলণীতে ডাস্টবিন থেকে অন্ন সংগ্রহ করতে দেখালেন। (fig 01) উপনিবেশিকতার ফলস্বরূপ চির শ্যামল শান্ত বাংলায় দাঙ্গা ও দেশভাগের যন্ত্রনা তার চিত্রে ক্রোধের আকার ধারণ করেছে। উপকরণগত দিক থেকেও তিনি শুধুমাত্র সাদার উপর কালো কালি ব্যবহার করেছেন সহজ অভিব্যক্তিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজে পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে।

fig 01 Untitled চিত্তপ্রসাদ

চল্লিশের দশকের কিছু শিল্পী আধুনিক ইউরোপীয় ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। যাদের কাছে বিষয়বস্তুর (content) থেকে রচনা শৈলী (form), রূপরীতি ও মাধ্যম বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পিকাসো, মাতিস, শাগাল প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা এরা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকেন। এরই ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছিল 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স' (১৯৪৩) যেখানে প্রথম **পরিতোষ সেন** (১৯১৮-২০০৮) ও যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং দেশভাগের মত ঘটনা পরিতোষ সেনকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। ফর্ম স্ট্রাকচার ছেড়ে ফিরে আসেন ন্যারেশন এর দিকে। অনুপ্রাণিত হলেন বেন শান ও রুফিনো তামায়োর দ্বারা। পরিতোষ সেনের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ঢাকায়, সেই পৈতৃক নিবাস ছেড়ে এপার বাংলায় ট্রেনের কামরায় করে ঠাসাঠাসি করে চলে আসার চিত্র আমরা পেয়েছি। fig 02 উদবাস্তু (Refuges) । যেখানে বহু বর্ণবাদী মেক্সিকান শিল্পীরুফিনো তামায়োর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ছবিতে বহু বর্ণের বহুমুখী প্রয়োগ মানুষের অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। একটি ট্রেনের কামরায় ঠাসাঠাসি ভাবে বহু মানুষের অবস্থান এবং তার বিচিত্র অভিব্যক্তিকে বোঝাতে বিপরীত রঙের (Contrast colour) প্রয়োগ করেছেন। যেমন লাল এর বিপরীতে উজ্জ্বল সবুজ, হলুদের পাশেই ইন্ডিগো ব্লু, অথবা বেগুনি। প্রতিটি মানুষই শংকিত অথবা ভয়ার্ত কিংবা চূড়ান্তভাবে হতাশ। প্রত্যেকের পাশেই রয়েছে শেষ সহায় সম্বল। কেউ স্বজনহারা অথবা কেউ স্বজনকে আঁকড়ে

fig 02 উদবাস্তু (Refuges) পরিতোষ সেন

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ধরে রয়েছে। এই সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি গুলি শিল্পী নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করেছিলেন যা চিত্রিত করে গেছেন নিজের শৈলীতে।

দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সারা জীবন ধরে চিত্র ও ভাস্কর্য রচনা করে গেছেন শিল্পী **সোমনাথ হোড়** (১৯২১-২০০৬)। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেন। চল্লিশের দশকে কলকাতায় আসেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে আঁকা স্কেচ ও লিনো কাটের ছবিগুলি সমসাময়িক কালের জীবন্ত দলিল হয়ে আছে। দারিদ্র ও ক্ষুধা তার চিত্রের প্রধান বিষয়। উড্ এনগ্রেভিং ও এচিং পদ্ধতিতে তিনি নিজস্ব শৈলীতে বিপ্লব এনেছিলেন। দেশভাগ ও পরবর্তী তেভাগা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রয়েছে তার একটি বিখ্যাত সিরিজ 'Wounds' বা 'ক্ষত' -এই সিরিজে রয়েছে স্কেচ, লিথো গ্রাফ এবং পেপারপাল্প প্রিন্ট এর কিছু কাজ। মূলত বিমূর্ত ভাবনায় সমাজের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদে মানবতার আহত ও ক্ষতবিক্ষত রূপকে নির্মাণ করেছেন তার 'Wounds' সিরিজের মধ্যে।

fig 03 'Wounds' সোমনাথ হোড়

দেশভাগের যন্ত্রণা ও স্মৃতিকে বিমূর্ত শিল্প প্রকাশে যে বাঙালি চিত্রশিল্পী ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি **গণেশ হালুই** (১৯৩৬-)। জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের জামালপুরে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ওই অঞ্চলে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। গণেশ হালুই এর চিত্রের মধ্যে রয়েছে বেদনা ও এক রূপ দক্ষ কারিগরি, দেশভাগের তীব্র যন্ত্রণাকে মূর্তিতে ধরা যায় না বলেই তিনি বিমুর্ত ইঙ্গিত কে বেছে নিয়েছেন। নেপালি হ্যান্ডমেড্ পেপারে গোয়াশ্ পদ্ধতিতে তিনি অবয়বহীন মানব জীবনকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শিল্পী নিজে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জীবন যাপন করেছেন তাই দেশভাগের স্মৃতি যন্ত্রণা ও মানসিক ভীতির ধূসরতা তার ছবিতে ফুটে ওঠে বারবার। হালুই এর প্রতিটি ব্রাশ স্ট্রোক অত্যন্ত সচেতনভাবে নির্মিত এবং তার চিহ্ন ও প্রতীকগুলি গভীর অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তার বেদনা ব্যক্তিগত হয়েও সার্বজনীন রূপ হতে পেরেছে।

fig 04 untitled গনেশ হালুই

যোগেন চৌধুরী (১৯৩৯-) জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দেশভাগের পর ১৯৪৮-এ শৈশবেই বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে আসতে হয় এপার বাংলায়। ঢাকুরিয়ার শহিদনগর কলোনিতে বেড়ে ওঠা, সেই সঙ্গে শিয়ালদা চত্বরে বহু উদ্বাস্ত মানুষের জীবনকে সেই সময় স্কেচের মাধ্যমে ধরতে পেরেছিলেন। শৈশবে দেখেছেন ভয়ঙ্কর দাঙ্গা পঞ্চাশ- ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু সমস্যা এইসব ঘটনার নিবিড় পর্যবেক্ষণ তার চিত্রে আমরা লক্ষ করি। যোগেন চৌধুরীর রেখায় আমরা শুধুমাত্র ভৌত বাস্তবই নয় বরং সেই ফিগার গুলির সামাজিক অবস্থান ও মনভঙ্গির প্রকাশ খুঁজে পাই। রেখায় হ্যাচিং ও ক্রস হ্যাচিং এর ব্যবহার যোগেন চৌধুরীর একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলী। প্যারিসে থাকা ও শিল্পচর্চায়

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সময় থেকেই তাঁর কাজের মধ্যে ইউরোপীয় এক্সপ্রেসনিস্টদের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। আকার ও অবয়বের বিকৃতি ফিগার গুলিকে স্থান কাল নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে তুলে ধরে। যোগেন চৌধুরীর সাম্প্রতিকতম সৃষ্টি 'Partition 1947'

fig 05 Partition 1947 যোগেন চৌধুরী

বৃহৎ ক্যানভাসে আঁকা এই ছবিটিতে আমরা লক্ষ্য করি যোগেন তার শৈলীতে কোনও পরিবর্তন করেননি। চিত্রটির পশ্চাৎপটে রেখেছেন কালো তমসাচ্ছন্ন এক পরিবেশ এবং ছোট ছোট উদ্বাস্তু জীবনের পেপার কাটিং, ফটোগ্রাফ। মূর্তিতে ধরতে চেয়েছেন তার বক্তব্যকে তাই এনেছেন মানবাকৃতিতে বিকৃতি। ছবিটিতে উজ্জ্বল বর্ণের অনুপস্থিতি ও ধূসরতার সামগ্রিক প্রয়োগ একটি মনোটনিক আভাস এনেছে। বামদিকে উজ্জ্বল লাল মানচিত্রের বিভাজনর রেখা একটি পুরুষ কঙ্কালসার দেহের উপর বয়ে গিয়েছে। ডানদিকে সর্বস্ব হারানো এক নারীর মলিন মুখের ছবি হাতে ধরার চিঠি স্মৃতির চিহ্ন বহন করে। গ্রাম বাংলার অনুসঙ্গের কথা মনে করায় আম গাছ, লতাপাতা, বকফুল, গৃহপালিত হাঁস, পুকুরের মাছ। অর্ধচন্দ্র ও উল্টানো গৃহের সরল প্রকাশ ছিন্নমূলের অবয়ব অস্তিত্বহীন সত্তাকে, দ্যোতিত করে। চিত্রটির সবচেয়ে বড় অভিঘাত তৈরি হয় পিছন দিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর নিঃশব্দ নির্বিকার প্রস্থানের দৃশ্য, সমগ্র ছবিটিতে নাটকীয় সুর সংযোজন করেছে। 'জয় হিন্দ' , 'বন্দেমাতরম' ও বাংলা ভাষায় লেখা 'একলা চলো রে' চিত্রটির ভৌগোলিক অবস্থান ও ৪৭ এর দেশভাগ কে স্পষ্ট করে তোলে।

দেশ ভাগের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধি করেছিল ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ অঞ্চলের মানুষ জন। পাকিস্তান(পূর্ব ও পশ্চিম) এবং ভারতের মতো তিনটি প্রদেশের বিচ্ছেদ ও তার এক বৃহত্তম জনগোষ্টির গৃহীন হয়ে যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া। সমকালীন শিল্পীদের এক মহাকাব্যিক যন্ত্রণার ইতিহাসকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য করেছে। পাঞ্জাব অঞ্চলের শিল্পীদের শিল্পে ধরা পড়েছে আর এক ভূখণ্ডের জনগোষ্টির বেদনা গাথা।

সতীশ গুজরাল (১৯২৫-২০২০) এর জন্ম বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে। দেশভাগের পর ভারতে চলে আসেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও চিত্র, ভাস্কর্য এবং মুরাল শিল্পে; তিনি ভারতের আধুনিক শিল্পে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তার চিত্রে রয়েছে বহুমাত্রিক (multidimensional) প্রেক্ষিত এবং জ্যামিতিক গড়ন। মূলত তেল রং ও এক্রেলিক পদ্ধতিতে তার Partition Series এর ছবিগুলি আঁকা। এই ছবিগুলিতে তার অতীত স্মৃতি এবং লাহোর থেকে দিল্লিতে আসার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মানুষের জীবন যন্ত্রণার অব্যক্ত অনুভূতিকে ধরতে চেয়েছেন। নীরবতা তার ছবির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সহজ স্বাভাবিক ব্রাশ স্ট্রোক গভীর অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করে। ছবিগুলি মূর্ত রূপেই অংকন করেছেন এবং তাদের পোশাক ও

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দেহের গঠনে পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগলিক ছাপ স্পষ্ট রূপে উপস্থিত। 'Wail' অথবা 'Days of Glory' ছবিগুলিতে বিষয় (Subject) এর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও নিকট দৃশ্য(Close-up view) নেয়া হয়েছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা শিল্পীর কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় রূপে ধরা দিয়েছে, যাকে সামান্য ক্যানভাসের ফ্রেমে ধরা যায় না বলে মনে করেছেন শিল্পী। তাই এই সিরিজের ছবিগুলি যেন বৃহৎ কথনের টুকরো অংশ রূপে চিত্রিত করেছেন। এই পার্টিশন সিরিজের ছবিগুলিতে ধূসর বাদামী এবং ফ্যাকাশে সাদার ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। স্মৃতি বা দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেমন আবছা অন্ধকারের মাঝে চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অবয়ব তেমনি একটি ইলুইশন রয়েছে ছবিগুলিতে।

fig 06 'Wail' সতীশ গুজরাল

।। দুই ।।

জিমি ইঞ্জিনিয়ার (১৯৫৪-) জন্ম পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের এক পার্সী পরিবারে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে Partition of India series এর চিত্রগুলি। বৃহৎ ক্যানভাসে শতাধিক ফিগারেটিভ ড্রইং এর মাধ্যমে বাস্তব চিত্রে দেশভাগের

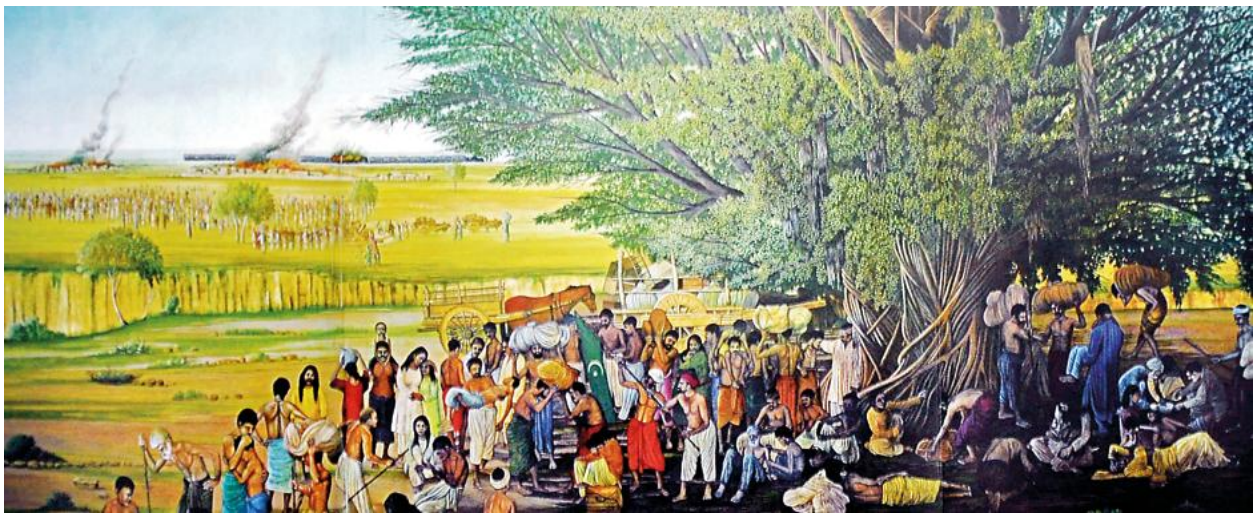

fig 07 'Refugees resting under a tree in 1947 জিমি ইঞ্জিনিয়ার

সামাজিক ও ধর্মীয় সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'Refugees resting under a tree in 1947' শীর্ষক একটি চিত্র, বৃহৎ ক্যানভাসে ১৯৭৭ সালে তিনি এঁকেছেন। যেখানে শতাধিক মানুষের বিচিত্র উপস্থিতি, তারা নানা ধর্মের নানা বর্ণের অথচ তাদের এখন একটাই পরিচয়। তারা উদ্বাস্তু। তারা এই বৃহৎ প্রাকৃতিক বৃক্ষের আশ্রয় ভুক্ত। এই বৃহৎ চিত্রটি ছোট ছোট নাটকীয় দুর্দশার যেন কোলাজ। কেউ ভীত, কেউ সন্তানহারা, কেউ সদ্যোজাতকে আগলে রেখেছে, রয়েছে একটি পাকিস্তানের পতাকা ধরা দুই ব্যক্তি; দুইজনেই ভিন্ন ধর্মের তা পোশাক থেকে স্পষ্ট। ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত সুদূরপ্রসারী। দিগন্ত রেখা প্রায় আকাশ স্পর্শ করেছে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দূরে সবুজ ক্ষেতের উপর হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে চলেছে। আরও দূরে একটি কয়লা ইঞ্জিনের ট্রেন যাতে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে হাজারো মানুষ এক মহাকাব্যিক আখ্যান নির্মিত হয়েছে জিমি ইঞ্জিনিয়ারের এই ছবিতে।

কৃষণ খান্না (১৯২৫-) বর্তমানের পাকিস্তানের ফায়সালা বাদে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪০ এর দশকের শেষের দিকে তিনি বোম্বে আর্ট সোসাইটিতে তার কাজের প্রদর্শনী করেন। ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে কৃষণ খান্না খ্রিস্ট ধর্ম ও তার পৌরাণিক চিত্র গুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর শৈলীর মধ্যে ইতালীয় রেনেসাঁস পর্বের শিল্পীদের প্রভাব এবং ভারতীয় পুরাণ ও ধ্রুপদী সংগীতের যুগ্ম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে আঁকা, তার 'Exodus' বা প্রস্থান ছবিটি উল্লেখযোগ্য। যেখানে কাল্পনিক এক রথের রূপক এনেছেন শিল্পী। যার বাহন অশ্বটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত গতিহীন রথের চাকায় তবুও গতির আভাস। চালকের দৃষ্টি বারবার পেছনে ফিরে যায়, যেন বহু স্মৃতি ও প্রিয় স্থানকে বিদায় দেওয়ার পরও সেই স্মৃতি ভুলতে না পারা। ছোট্ট রথটিতে বহু মানুষের ঠাসাঠাসি করে অবস্থান এবং তাদের চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি দেশ ভাগের মর্মান্তিক দৃশ্য কেই যেন প্রতিফলিত করেছে।

fig 08 Exodus কৃষণ খান্না

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আলোচ্য শিল্পীদের দেশভাগ বিষয়ক কয়েকটি চিত্র :

শিল্পী : যোগেন চৌধুরী

শিল্পী: সোমনাথ হোড়

শিল্পী: গনেশ হালুই

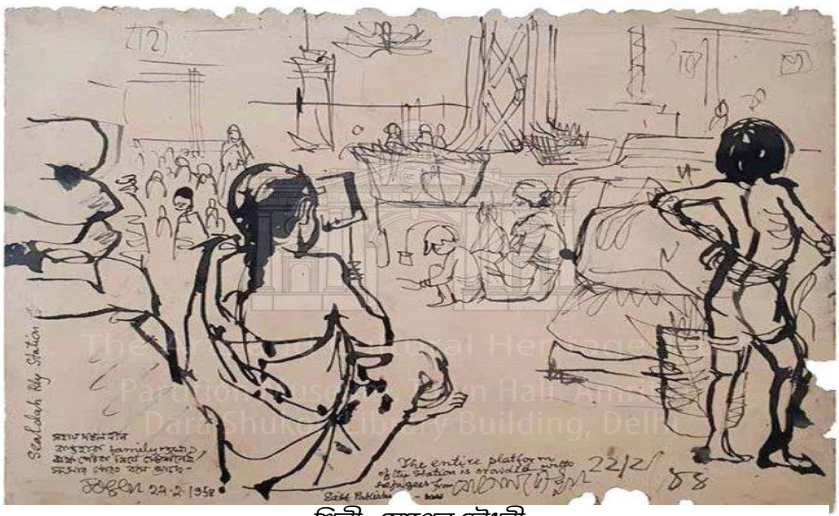

শিল্পী : যোগেন চৌধুরী

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

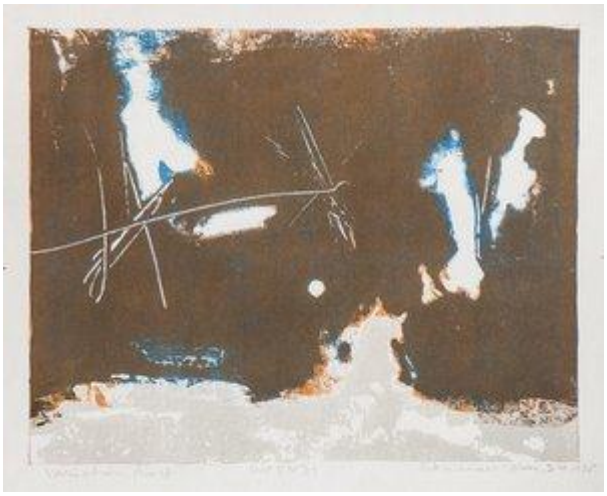

শিল্পী: সোমনাথ হোড়

শিল্পী: সোমনাথ হোড়

শিল্পী :সতীশ গুজরাল

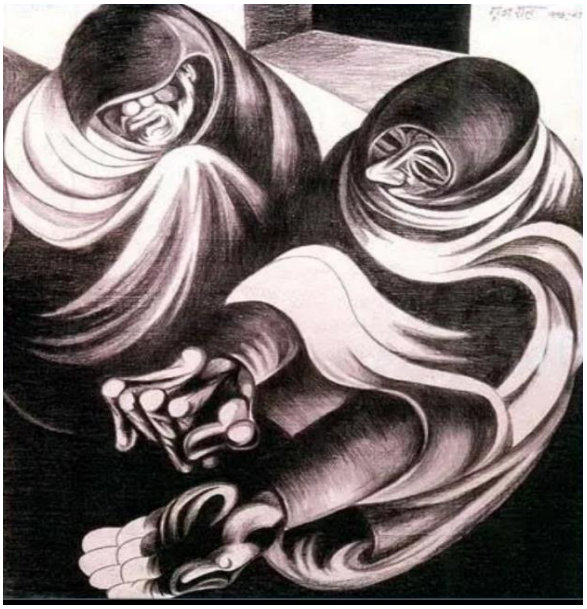

শিল্পী :সতীশ গুজরাল

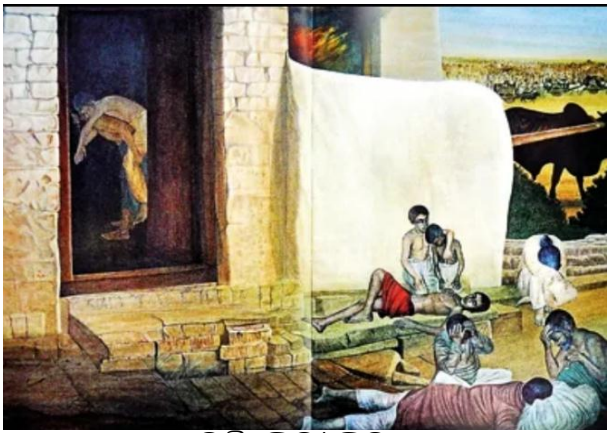

শিল্পী : জিমি ইঞ্জিনিয়ার

শিল্পী : জিমি ইঞ্জিনিয়ার

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in